সমকাল

তারিখ ৯/৪/৯৪
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বরুড়ায় মহেশপুর (দ.) স. প্রা. বিদ্যালয়

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান স্কুলবিমুখ শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, বরুড়া (কুমিল্লা)

বরুড়ার মহেশপুর (দ.) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আর ছাপড়ার ঘরে ছাত্রছাত্রীরা পাঠদান করছে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে উপজেলা মহেশপুর (দ.) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার কক্ষের একটি পাকা একতলা শ্রেণীকক্ষ ভবন নির্মাণ করা হয়। গত প্রায় ৪ বছর আগে বিদ্যালয়টির ছাদ, দেয়াল ও মেঝেতে বড় বড় ফাটল ধরে। ধসে পড়ে গেছে দেয়ালের আস্তর। বিদ্যালয় ভবনটি দক্ষিণ অংশে ডেবে গেছে উত্তর অংশের একটি শ্রেণীকক্ষের দেয়ালও ধসে পড়ে গেছে। এছাড়া বিদ্যালয়টির দরজা-জানালাও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। মেরামতের অযোগ্য হওয়ায় উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক বিদ্যালয়ের ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর বিকল্প হিসেবে বর্তমানে বিদ্যালয়ের আঙিনায় টিন ও বাঁশের তৈরি একটি ছাপড়ার ঘর আর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটির একটি কক্ষ মিলে বিদ্যালয়ের প্রায় দুইশত ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকদের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আর ছাপড়ার ঘরে শ্রেণীকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ওই এলাকার কোমলমতি শিশুরা বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে পড়ছে। এছাড়া ঝড়-বৃষ্টি সহ বৈরী আবহাওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অঘোষিতভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপক্রম হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়টিতে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা ঝোপঝাড়ে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিপাকে পড়তে হচ্ছে শিক্ষকদেরও। এছাড়া রয়েছে আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে আসা সাপের উপদ্রব। সব মিলে বিদ্যালয়টির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ অনুপযোগী শিক্ষার পরিবেশ বিরাজ করছে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার জানান, বিদ্যালয়টির জন্য মান সম্পন্ন নতুন একটি ভবন নির্মাণের জন্য একাধিকবার তিনি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দফতরে অবহিত করার পরও কোন ফল পাওয়া যায়নি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম জানান, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবনটি ব্যবহার না করে এর বিকল্প হিসেবে নির্মাণ করে দেয়া টিনের তৈরি ছাপড়ার ঘর ও পার্শ্ববর্তী ইউপি ভবনের কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির লোকজনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়টির একটি নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অবহিতকরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চার বছর আগে বিদ্যালয়ের ছাদ দেয়াল মেঝেতে বড় ধরনের ফাটল ধরলেও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়নি